সৈয়দপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগবাণিজ্যের অভিযোগ

প্রশাসনের অগোচরে পরীক্ষা গ্রহণ

গোপাল চন্দ্র রায়, সৈয়দপুর (নীলফামারী)
১১ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

স্থানীয় প্রশাসনকে না জানিয়েই ২২ শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। নিয়োগবাণিজ্য আড়াল করতেই এমনটি করা হয়েছে। তবে এটি জায়েজ করতে এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা দেখাতে শুধু ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষকে উপস্থিত রেখে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এচিত্র নীলফামারীর সৈয়দপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের।

UNIBOTS

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অত্র প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ পদে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয় নবগঠিত পরিচালনা কমিটি। এর মধ্যে কলেজ শাখায় প্রভাষক পদে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে একজন, আইসিটি বিষয়ে একজন ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ে একজন। আর স্কুল শাখায় বাংলা, গণিত, ভৌত বিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়ন), আইসিটি, ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষক পদে তিনজন করে এবং শারীরিক শিক্ষক পদে একজন। এসব পদের বিপরীতে মোট ২৪৭ প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। শুক্রবার ও শনিবার স্কুল ক্যাম্পাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুদিন পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন নীলফামারী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবার রহমান। তিনি সহযোগী হিসেবে একই প্রতিষ্ঠানের আরও আটজন শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে কিছুই জানানো হয়নি।

নিয়োগবাণিজ্যের বিষয়টি অস্বীকার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সফিয়ার রহমান বলেন, পরীক্ষা গ্রহণে স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে না। ইচ্ছে করলে আমরা যে কাউকেই নিয়োগ দিতে পারি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সাইফুল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। নিয়োগবাণিজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরীক্ষক নীলফামারী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবার রহমান বলেন, আমাকে নিমন্ত্রণ করায় এসেছি এবং পরীক্ষা নিচ্ছি। পরীক্ষায় কোনো অনিয়ম হয়নি। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম হলে সেটি কর্তৃপক্ষের দায়, আমার নয়।